দন্ডিতের পথ চলা----------

ডালিয়া নিলুফার

হাত না চললে আমার ভারী মুশকিল হয়। মনে হয় কোন কাজই নেই। অথচ লেখা কি আর মাথার ভিতর ভুরভুর কর সব সময়? বিড়ি সিগারেট খেলেও একটা কথা ছিল। যখন তখন মাথা খুলে যেত। আসলে সলতে বসে গেলে যা হয়। এ হচ্ছে অনেকটা তাই। আবার টেনে বড় করে দিলে তবে হয়।

সব জীবনেই কিছু সেরা সময় থাকে। ভালো হোক, মন্দ হোক, কেনজানি মনে হয় ছোটবেলাটা অর্থাৎ জীবনের প্রথম খন্ডটাই সেরা খন্ড। ছোটবেলার সব কথা মনে থাকেনা। নেইও। আবার এমন এমন কথা মনে আছে যা মনে থাকারই কথা না।

ছোটবেলায় দেখেছি দু'একজন মানুষ, তারা রাস্তার উপর সার্কাস দেখাত। শরীরের নানারকম ভঙ্গী করত। এক কোনায় থাকত তাদের খেলা দেখানোর সরঞ্জামাদি। সাথে পোষা বানর নয়ত টিয়ে পাখীও থাকত। আর "আসেন, আসেন খেলা দেখেন। তাজ্জব খেলা -----" এই বলে সার্কাসওয়ালা অদ্ভুত ভঙ্গীতে পথের মানুষজন ডেকে নিত। বেশী ডাকতে হোতনা। মুহূর্তের মধ্যেই হৈ হৈ করে ভীড় লেগে যেত। দেখতাম, উঁচূ করে এমাথা ওমাথা লম্বা টানা তার। নয়ত সরু একটা দড়ি। সেই দড়ির উপর দিয়ে হাটছে একজন মানুষ। মানুষটার খালি পা। তার দুই হাত পাখীর ডানার মত দু'পাশে ছড়ানো। স্থির চোখে যন্ত্রচালিতের মত হেটে যাচ্ছে সে। একটু একটু করে। জলজ্যান্ত একটা মানুষ আর সেই মানুষের অতি সতর্ক পায়ের তলায় সরু এক তার, অথচ দু'এর মধ্যে কি অদ্ভুত ভারসাম্য! কোন মানুষের পক্ষে যে এই কাজ করা সম্ভব, ভাবতেই পারতামনা। এমনতর সাহসের শেষ পরিনতি কি হয়, না দেখে ঘরে ফেরা যায়না। ইচ্ছেও করতনা। ঐ এক সর্বনাশা মুহূর্তে কি ঘটবে, সেই রোমহর্ষতা দেখতাম কাতর চোখে। এই ভয়াবহ কাজ সে পারবে কি পারবেনা, ভেবে ভয়ে বুক কাঁপত। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। তবু হা মুখ করে নিশ্চল দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতাম সেই অদ্ভুত কান্ড কারখানা। এবং আশ্চর্য এই যে, কাজটা শেষ পর্যন্ত সে পারত। সমস্ত মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সে ঠিক ঠিক পৌছে

যেত তারের ঐপারে। কেমন করে যে! মানুষের কিছু কিছু কাজ জাদুর মত। হয়ত এও তাই।

খেলা শেষে উপস্থিত মানুষেরা সবাই চিৎকার করত। হাসত। বাহবা দিত। চারপাশ থেকে ঝরঝর ঝরঝর করে পড়ত হাততালি। সেই শব্দে কানে ঝিম ধরে যেত। কিন্তু কি এক অদ্ভুত কারনে সার্কাসওয়ালাদের এই সাহস কেনজানি আমার কোনদিনই ভালো লাগতনা। কখনও সেরকম খুশীও হইনি। কোন দরকারে যে তারা এমন কাজ করে, ভেবে পেতামনা। শুধু মনে হোত পৃথিবীতে আর কি কোন কাজ নেই, যা দিয়ে মানুষকে খুশী করা যায়? চমকে দেয়া যায়? এমন কাজ না জানলেইবা কি হয়? তার এই ভয়াবহ খেলা দেখে দু'একবার আমিও হাততালি দিয়েছি। তবে সেটা তার বাহাদুরী দেখে না। সে যে প্রানে বেঁচেছে, পড়ে যেয়ে মরে যায়নি, সেই খুশীতে। পড়ে গেলে তার কোন দূর্গতি হবে, সেকথা ভাবার মত মনের জোর তখন ছিলনা। জীবন বাজী রাখা কি জিনিষ তাও বুঝতামনা। আর তাদের রুজী রোজগার কেমন ছিল সেটাও পরিষ্কার করে জানা ছিলনা।। শুধু মনে হোত, এগুলি বোধহয় গরীব মানুষেরই কাজ। খেলা দেখাবে। লোকজন খুশী করবে। পিঠ কূঁজো করে , মাথা নুইয়ে খুটে খুটে পয়সা তুলবে। এরপর বাঁধাছাদা করে চলে যাবে অন্য কোথাও। জীবন মরন সঁপে দিয়ে আবার দাঁড়াবে দড়ির উপর। আর যদি কখনও পড়ে যায়, তাহলে মরে যাবে। ব্যস। বোঝার মধ্যে এটুকুই বুঝতাম।

পথচলতি মানুষের কাছে এ ছিল নেহাতই এক তামাশা। সিকি, আধুলী অথবা গোটা টাকায় তারা কিনে নিত গা শিউরে ওঠার মত সেইসব মরন খেলা। এরমধ্যে জীবনের বেদনার্ত এবং কোন অদ্ভুত ইঙ্গিত আছে কিনা তা দেখার মত সময় থাকতনা তাদের কারোরই।

আজ বহু বছর পর তারের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া সেই মানুষটার সাথে, তার নিদারুন প্রানান্তকর সেই খেলার সাথে, এই জীবনের কোন পার্থক্য খুঁজে পাইনা। তারের এপার ওপার, এর মাঝখানে যে পথ তাইতো জীবন। সেই তার, সতর্ক পায়ে মানুষটার সেই হেটে যাওয়া এখনও চোখে চোখে ভাসে। আর বারবার মনে করিয়ে দেয় এই জীবনের

অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির কথা। ভয় এবং বেদনার কথা। প্রতি মুহূর্তে যে জীবনে থাকে স্খলনের আশঙ্কা। অসাবধানতার মধ্যেই থাকে যার পতনের ইঙ্গিত। তবু থামা যাবেনা। যায়না। চলাই যে জীবনের ধর্ম তারে থামাবে কে?

অদৃষ্টের এই যে দীর্ঘ টানা পথ, যেন বুঝেশুনে চললে তবেই এর সবদিক ঠিক থাকবে। যেন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে সুশৃঙ্খল হয়ে থাকাই এর একমাত্র শর্ত। নয়ত পতন অবধারিত। অকালের ছুটি। মানুষ বুঝি এমনই। জীবন বুঝি এমনই। মৃত্যুদন্ড মাথায় নিয়েও জীবনভর পরীক্ষিত হওয়ার এই যে কঠিন দায়বদ্ধতা,অনুমানের বাইরে যেয়ে তাকে কোনমতে বিচার করার সাহস হয়না। অথচ জীবন বলতেই থাকে ভয়, আনন্দ। শোক-তাপ। ক্ষোভ, লজ্জা। বেদনা, বিতৃষ্ণা। সাফল্য, ব্যর্থতা। সব নিয়েই হাটে মানুষ। সব নিয়ে চলে। বাকীদের সাধ্যমত খেলাও দেখিয়ে যায় তারা। মরন-বাঁচন নিয়ে এ এক অদ্ভুত ভারসাম্যের খেলা মানুষের। এ খেলায় যত চমক, তত অর্জন , তত হাততালি। জীবন কি আসলেই তবে কেবল খেলা দেখিয়ে যাওয়া?

“লেখাটি কানাডা বেঙ্গলী টাইমস এ ছাপানো হয়েছে।”